বাংলাদেশের সিনিয়র সিটিজেন - সমাজের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ

সুফিয়া আখতার*

সার-সংক্ষেপ: বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বে বহুল আলোচিত সামাজিক সমস্যাবলির মধ্যে অন্যতম সমস্যা হচ্ছে প্রবীণদের যথাযথ অধিকার ও মর্যাদার প্রাপ্যতা নিয়ে উত্থাপিত সমস্যা। একটি মানুষের জীবনকে একটি বৃত্তের সাথে তুলনা করা চলে। শৈশবের সোনালি সকাল শেষ করে, তারুণ্য আর যৌবনের রোদেলা দুপুর পাড়ি দিয়ে, মাঝ বয়সের ব্যস্ত বিকেলটাও যখন চলে যায়, তখনই জীবন সায়াহ্নের গোধূলী বেলা হয়ে আসে বার্ধক্য। নেহায়েত অকালমৃত্যু না হলে এই স্তরটিতে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে পদার্পণ করতেই হয়। জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী ৬০ বছর বয়সী মানুষকে প্রবীণ হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে ২০১৩ সালে এই ষাটোর্ধ্বদের "সিনিয়র সিটিজেন" হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জন্মহার হ্রাস এবং গড় আয়ু বৃদ্ধির কারণে সিনিয়র সিটিজেনের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । ফলে পারিবারিক, সামাজিক, এমন কি রাষ্ট্রীয় সমস্যাও প্রবল আকার ধারণ করছে। পারিবারিকভাবে অনেক সময় প্রবীণরা অবহেলা অযত্নের শিকার হয়ে পরিবার থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন বা পরিবারই তাকে ঠেলে দিচ্ছে দূরে। তার নিকটজন এমনকি ছেলেমেয়েও তাকে বোঝা মনে করছে। আবার অনেক প্রবীণ নিজেই কারও উপর বোঝা হয়ে থাকতে চাচ্ছেন না, ফলে বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নিচ্ছেন। মূলত: সমাজ বিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীদের মতে পারিবারিক ও সামাজিক সুশিক্ষার অভাব, সামাজিকীকরণের ঘাটতি, ধর্মীয় অনুশাসন ও মূল্যবোধের অভাব, দরিদ্রতা এবং সন্তানদের স্বার্থপরতা আমাদেরকে এই চরম সামাজিক সমস্যার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই সিনিয়র সিটিজেনরা আমাদের জীবনের এক অলঙ্ঘনীয় এবং বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ। ফলে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এগিয়ে আসতে হবে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রকে। সিনিয়র সিটিজেনদের জীবনের এসব বহুমাত্রিক সমস্যা বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে আলোকপাত করার পাশাপাশি তা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে চিকিৎসা বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীদের মতামত ও ধ্যান ধারণা এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে। যাতে করে সর্ব সাধারণের কাছে সিনিয়র সিটিজেনদের সমস্যাগুলো পৌঁছতে পারে এবং তাঁদের যথাযথ সম্মান, অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়।

মূলশব্দ: সিনিয়র সিটিজেন, প্রবীণ, বৃদ্ধাশ্রম, বহুমাত্রিক সমস্যা, চ্যালেঞ্জ, আইন।

বার্ধক্য জীবনের এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা। জীবনের এক চরম সত্য। এটা মানব জীবনের শেষ ধাপ যা একটি স্বাভাবিক ও জৈবিক ঘটনা। তাই বেঁচে থাকলে বার্ধক্য আনুক্রমিক গতিতে আসবেই। অথচ যারা নিজের জীবনের সর্বস্ব দিয়ে রাত দিন অমানুষিক পরিশ্রম করে সন্তানদের মানুষ করেছেন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে

*cÖ‡dmi mywdqv AvLZvi, wefvMxq cÖavb, e¨e¯'vcbv wefvM, B‡Wb gwnjv K‡jR, XvKv|

সমৃদ্ধ করতে যারা জীবনের সোনালী সময় ব্যয় করেছেন, তারা কেমন করে যেন হয়ে যাচ্ছেন সমাজ ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন কিংবা বিতাড়িত।

চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশেও শিশু মৃত্যু এবং জন্মহার কমে যাওয়ার কারণে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রবীণদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে মানুষের গড় আয়ু ৭১ বছর ৬ মাস। বর্তমান বিশ্বে প্রবীণদের সংখ্যা প্রায় ৭০ কোটি। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ২০২৪ সালে এ সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ১২০০ মিলিয়ন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের তথ্যানুসারে ২০৩০ সালে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ২২% হবে প্রবীণ। ২০৪৪ সালে তা কম বয়সী জনগোষ্ঠীকে ছাড়িয়ে যাবে। বর্তমানে বাংলাদেশে এই সিনিয়র সিটিজেনের সংখ্যা প্রায় ১.৪৫ কোটি। যা ২০২৫, ২০৫০ এবং ২০৬১ সালে বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে প্রায় ২.৮০ কোটি, ৪.৫০ কোটি এবং ৫.৬০ কোটি। (তথ্য সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর, ১লা অক্টোবর ২০২২)

জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এ কে এম নূর-উন-নবী এর মতে, ২০৪৭ সাল নাগাদ বাংলাদেশে অপ্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় প্রবীণদের সংখ্যা বেশি থাকবে। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৮ শতাংশের বেশি মানুষ কর্মক্ষম। কিন্তু তিন দশক পরে প্রবীণদের সংখ্যা এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে সার্বিক উৎপাদনেও একটি বড় ঘাটতি দেখা দিবে। তাছাড়া আমাদের শ্রম বাজারের উপরও একটি বিশাল প্রভাব পড়বে। শুধু তাই নয়, প্রবীণ হিতৈষী সংঘের মহাসচিব এ এস এম আতিকুর রহমানের মতে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবা। কারণ অন্যান্য বয়স শ্রেণীর তুলনায় প্রবীণদের স্বাস্থ্য চাহিদা অনেক জটিল এবং ব্যয় বহুল। অরক্ষিত এই প্রবীণদের সেবা দেয়ার জন্য স্বল্প ব্যয়ে উন্নত চিকিৎসা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত হাসপাতালের ব্যবস্থা আমাদের দেশে গড়ে উঠেনি।

উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে প্রায় সব ধর্মের মানুষই পিতামাতাকে শ্রদ্ধার আসনে রেখে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখে। এ কারণে আমাদের দেশে সামান্য একজন দরিদ্র রিকশাচালকও তার বৃদ্ধ পিতামাতাকে সাধ্যমতো ভরণপোষণ ও সেবাযত্ন করে থাকে। ফলে বৃদ্ধ অসহায় সেসব পিতামাতাকে শেষ বয়সে অযত্ন-অবহেলার মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয় না এবং মৃত্যুকালেও সন্তানের সান্নিধ্যেই তাদের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু ইদানীং পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণে জীবনযাপনের কারণে অনেক সন্তান পিতামাতাকে দূরে রাখে বা পিতামাতা থেকে দূরে থাকে। আবার পিতামাতার আদর-যত্ন ও কষ্টার্জিত অর্থে লেখাপড়া শিখে অনেক সন্তান বিদেশ পাড়ি জমায় এবং জন্মদাতা পিতামাতাকে বেমালুম ভুলে যায়। ফলে শিথিল হয়ে যাচ্ছে পারিবারিক বন্ধন।

বাংলা পিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের ২০% প্রবীণ একাকী থাকেন অথবা স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে থাকেন। তাই বর্তমানে অনেককে একাকী গৃহে মৃত্যুবরণ করতেও দেখা যায় । প্রবীণদের এভাবে একাকী অরক্ষিত হয়ে পড়ার পেছনে অর্থনৈতিক অগ্রগতি, নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাওয়া এবং গ্রাম ছেড়ে শহর বা বিদেশে অভিবাসনকে অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

অতি সম্প্রতি রাজধানী ঢাকা শহরে মহসীন খান নামক একজন ধনী ব্যবসায়ী ফেইসবুক লাইভে এসে মাথায় পিস্তল দিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করেন এবং আত্মহত্যার আগে ফেইসবুক লাইভে তিনি যে বক্তব্য প্রদান করেন তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী এবং হৃদয়বিদারক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত অমায়িক এবং ভদ্র মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার মেয়ে ঢাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্ত্রী-পুত্র অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছেন। এই ঘটনা সুশীল সমাজের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।

তাছাড়া এখন প্রবীণদেরকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসা বা মেরে বের করে দেওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাইতো নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লাতে ৮০ বছরের বৃদ্ধা হাসিনাকে সন্তানেরা বস্তায় ভরে রাস্তায় ফেলে দেয় এবং পরে তিনি মারা যান। সেরিব্রাল অ্যাটাকে আক্রান্ত এক পঙ্গু মাকে স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি থেকে বাঁচার জন্য বহুতল ভবন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে এক ছেলে। পরে সিসিটিভিতে তা ধরা পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের রাজকোটে। (তথ্যসূত্রঃ বাংলা নিউজ)

রাজধানীর কল্যাণপুরে চাইল্ড এন্ড ওল্ড এইজ কেয়ারে খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে, এখানে আসা প্রবীণ ব্যক্তিদের ৯৮ শতাংশের পরিবার ও সন্তানরা তাদের বোঝা মনে করে সড়কে ফেলে গেছে। এদের মধ্যে ২ শতাংশ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বা পথ হারিয়ে শেষ পর্যন্ত এখানে আশ্রয় নেন। এ বৃদ্ধাশ্রমে আসা অধিকাংশ প্রবীণই শিক্ষিত এবং স্বচ্ছল পরিবারের। আশ্রিতদের মধ্যে স্কুল শিক্ষক থেকে শুরু করে এমবিবিএস ডাক্তারও রয়েছেন। [তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ প্রতিদিন অক্টোবর ১,২০২২]

অথচ অনাগত সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখানোর স্বপ্নে বিভোর প্রতিটি মা-ই জানেন উক্ত সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখাতে গিয়ে তার নিজের জীবনের প্রদীপ নিভে যেতে পারে। একজন সুস্থ মানুষ নাকি "৪৫ ডেল" একক পর্যন্ত ব্যথা সহ্য করতে পারেন। অথচ সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে একজন মাকে "৫৭ ডেল" এর চেয়েও বেশী ব্যাথা সহ্য করতে হয়। যা প্রয়োগ করলে একজন সুস্থ মানুষের ২০টি হাড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। যে সন্তানের জন্য মায়ের সর্বোচ্চ বিসর্জন, সে সন্তান পিতার চেয়েও মায়ের প্রতিই তুলনামূলক বেশী নিষ্ঠুর আচরণ করে। কারণ বোধহয় মা বেশী ধৈর্য্যশীল, অসহায় কিংবা অধিকাংশক্ষেত্রে মায়ের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকেনা কিংবা মায়ের স্নেহ ভালবাসাকে দুর্বলতা ভাবে। ছোটবেলা থেকে পিতাকে ভয় কিংবা সমীহ করে। কারণ পিতার হাতে সম্পত্তি থাকে। বাবার সাথে খারাপ ব্যবহার করলে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা থাকে। ফলে সন্তানের উপর তাঁর একটা কর্তৃত্ব থাকে। কিন্তু মায়ের তা থাকেনা। উত্তারাধিকার আইন অনুযায়ী নারী খুব কম সম্পত্তি পান এবং যেটুকু পান সেটুকু ও তিনি আদায় করতে পারেন না। ফলে প্রবীণ পুরুষ নির্যাতনের হার যেখানে ৩৯.৬ শতাংশ, সেখানে প্রবীণ নারী নির্যাতনের হার ৫৪.৫ শতাংশ ।

নীরবে-নিভৃতে নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে একজন বাবা নিজের সন্তানের সুখ কেনার জন্য দিনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করে আয় করেন। একদিন যে মানুষ বহু আশা ও স্বপ্ন নিয়ে ভালোবাসার পরিবার গড়ে তোলেন, সময় অতিক্রান্ত হতে হতেই শুধু মাত্র বয়সের কারণে সেই প্রিয় লোকটি হয়ে পড়েন সংসারে তুচ্ছ বা অপ্রয়োজনীয়। শুধু মাত্র বার্ধক্যের কারণে নিজ সংসারে পরবাসী জীবনযাপন করেন। অনেক সন্তান নিজের বাবা-মাকে বার্ধক্যে সংসারের ঝামেলা মনে করে দিয়ে আসে বৃদ্ধাশ্রম নামক কারাগারে। ফলে আর্মি অফিসার মুক্তিযোদ্ধা বাবা এবং

৮ সন্তানের জননী নার্গিস জাহানকে ১৪ বছর ধরে পরিবার নামক দুঃসহ বৃদ্ধাশ্রমে ধুকে ধুকে মরতে দেখা যায়। বৃদ্ধাশ্রমে রাখা পিতামাতা মৃত্যুবরণ করলেও সন্তানদেরকে টেলিফোনে পাওয়া যায় না, এমনকি লাশ দাফন করতেও আসে না। যারা বিদেশে বসবাস করে তাদের কথা তো বাদই দিলাম। অথচ বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে একটি ছড়া প্রচলিত আছে-

"এক পুত্র দেরে আল্লাহ এক পুত্র দে

কামাই খাইবার আশে নয় রে মাটি দিব কে?"

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, মৃত্যুর প্রহর গণনাকারী অনেক পিতামাতাই এখন আপনজনকে পাশে নিয়ে শেষ নিশ্বাসটুকু ত্যাগ করার অধিকার এবং সন্তানের হাতে মাটি পাবার অধিকারটুকুও যেন দিন দিন হারিয়ে ফেলছেন। তবে এর উল্টো চিত্রও সমাজে যে নেই তা কিন্তু নয়। সাতক্ষীরার সাইফুল ইসলাম অর্থের অভাবে ভ্যান ভাড়া করে তার অসুস্থ বৃদ্ধা মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু তিনি থেমে থাকেননি। মাকে মাথায় নিয়ে পায়ে হেঁটে ৭ কি:মি: পথ পাড়ি দিয়ে মাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। (তথ্যসূত্র: ইত্যাদি, বাংলাদেশ টেলিভিশন)

আসলে এসব সিনিয়র সিটিজেনদের জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয়। তাঁরা নির্যাতিত আজ তাঁদের নিজ আপনজন দ্বারা। চারিদিকে একটু কান পাতলেই তাই শোনা যায় এসব নিসঙ্গ, অসহায় মানুষের আর্তনাদ এবং বোবা কান্নার প্রতিধ্বনি। আসলে জীবনের সমীকরণ অনেক জটিল। নাটকেরও সাধ্য নেই এই জটিল সমীকরণে প্রবেশ করা।

কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? কিছুটা আমরা পিতামাতারাই দায়ী। সন্তান সংখ্যা কম হওয়ায় তারা স্বার্থত্যাগ করতে শিখছে না। আমরা শুধু আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখতে শেখাচ্ছি। আর্থ-সামাজিক নানা কারণে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারছি না। তাছাড়া পূর্বে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের খাবার দাবার, আরাম আয়েশ ইত্যাদি সকল বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হতো। কিন্তু এখনকার মা-বাবারা সন্তানদের প্রায়োরিটি দেন বেশি। হুমায়ূন আহমেদ বলেছিলেন যে, "গভীর প্রেম মানুষকে পুতুল বানিয়ে দেয়।" তাই অতিরিক্ত বাৎসল্য প্রেমের কারণে পিতামাতারাও সন্তানের হাতে পুতুল হয়ে যায়। ফলে সন্তানেরা দিন দিন স্বার্থপর হয়ে উঠছে এবং পিতামাতাকে বৃদ্ধাশ্রম নামক কারাগারে প্রেরণ করছে। এতদিন এই বৃদ্ধাশ্রম ছিল পুঁজিবাদী, ধনী কিংবা উন্নত দেশের প্রবীণদের নিসঙ্গতার সমস্যা, বর্তমানে সেটাই এখন বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে নিষ্পেষনমূলক নিষ্ঠুর সামাজিক বাস্তবতার ট্র্যাজেডি।

নচিকেতার বৃদ্ধাশ্রম গানের শেষ লাইনে বৃদ্ধা মা অভিমান কিংবা হয়তো কিছুটা অভিশাপের সুরে তিনি ও তার খোকা একসাথে বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে চেয়েছিলেন। তার কথাটি ছিল এরকম-

"সেই দিনটার স্বপ্ন দেখি ভীষণ রকম, মুখোমুখি আমি খোকা আর বৃদ্ধাশ্রম"

কিন্তু আমরা তা চাইনা। কারণ বাৎসল্য প্রেম পৃথিবীতে সব প্রেমের উর্ধ্বে। তাই মায়েরা এত অবহেলা অযত্নের শিকার হয়েও এখনো প্রার্থনা করেন-"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।"

মূলত: বর্তমানে পুঁজিবাদ প্রচলিত ভোগবাদী কালচার, ধন-সম্পদ আহরণের অসম প্রতিযোগিতা, নেটফ্লিক্স ইন্টারনেট এবং বিশ্বায়ন মানুষকে মনুষ্যত্বহীনতার পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা শুধু বৃহত্তর সমাজে নয় পারিবারিক পরিমন্ডলেও ঢুকে পড়েছে। ফলে পারিবারিক পর্যায়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ভালবাসা, সহনশীলতা, দায়িত্বশীলতা এসব আজ সোনার হরিণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে বঞ্চনার ও নিষ্পেষণের শিকার হচ্ছেন আমাদের প্রবীণ সমাজ।

সিনিয়র সিটিজেনদের নিয়ে চ্যালেঞ্জসমূহ

জরা বা বার্ধক্য জীবনের এক চরম সত্য। বর্তমান সময়ের বহুল আলোচিত সামাজিক সমস্যাবলীর মধ্যে অন্যতম একটি সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে প্রবীণদের ব্যাপকহারে বৃদ্ধি। বর্তমানে এই সিনিয়র সিটিজেনের সংখ্যা বাংলাদেশে প্রায় ১.৪৫ কোটি। এর মধ্যে ১ কোটি প্রবীণ আবার দরিদ্র। এই প্রবীণদের মধ্যে আবার ৭৮ শতাংশ বিধবা মহিলা। এ বিশাল সংখ্যক প্রবীণকে মানবিক জীবন যাপনের সুযোগ দেওয়ার মতো রাষ্ট্রীয়, সামাজিক পারিবারিক প্রস্তুতি কি আমাদের আছে? কিংবা এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় কি? উত্তরণের উপায় খুঁজতে গেলে আগে মূল সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। অনেকে মনে করেন বিষয়টা অর্থনৈতিক বা দরিদ্রতা। তাই যদি হতো ধনী এবং শিল্পোন্নত দেশগুলোতে পারিবারিক ব্যবস্থায় ধস নামতো না। তাদের সমস্যার তীব্রতা আমাদের চেয়ে প্রকট। মূলত: ঐ সমস্ত পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোতেই "বৃদ্ধাশ্রম" নামের একটি আবাসিক কালচার গড়ে উঠেছে। যেখানে ৪৫% পিতা-মাতা একা একা মৃত্যুবরণ করে। (উৎস: ীীী.িযবঃরসবং.পড়স) তাছাড়া একটি জরিপে দেখা গেছে যে বৃদ্ধাশ্রমে বসবাসকারী ৮৮% পিতা-মাতার ছেলে-মেয়েরাই সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত।

মূলত: সারা বিশ্বই এখন প্রবীণদের নিয়ে চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন। যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি প্রতিবেদনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে-

"এঞযব ড়িৎষফ্থং ঢ়ড়ঢ়ঁষধঃরড়হ রং ধমবরহম ৎধঢ়রফষু. ইবঃবিবহ ২০১৫ ধহফ ২০৫০, ঃযব ঢ়ৎড়ঢ়ড়ৎঃরড়হ ড়ভ ঃযব ড়িৎষফ্থং ড়ষফবৎ ধফঁষঃং রং বংঃরসধঃবফ ঃড় ধষসড়ংঃ ফড়ঁনষব ভৎড়স ধনড়ঁঃ ১২% ঃড় ২২%. ওহ ধনংড়ষঁঃব ঃবৎসং, ঃযরং রং ধহ বীঢ়বপঃবফ রহপৎবধংব ভৎড়স ৯০০ সরষষরড়হ ঢ়বড়ঢ়ষব ড়াবৎ ঃযব ধমব ড়ভ ৬০. ঙষফবৎ ঢ়বড়ঢ়ষব ভধপব ংঢ়বপরধষ ঢ়যুংরপধষ ধহফ সবহঃধষ যবধষঃয পযধষষবহমবং যিরপয হববফ ঃড় নব ৎবপড়মহরুবফ.ঙাবৎ ২০% ড়ভ ধফঁষঃং ধমবফ ৬০ ধহফ ড়াবৎ ংঁভভবৎ ভৎড়স সবহঃধষ ড়ৎ হবঁৎড়ষড়মরপধষ ফরংড়ৎফবৎ (বীপষঁফরহম যবধফ- ধপযব ফরংড়ৎফবৎং) ধহফ ৬.৬% ড়ভ ধষষ ফরংধনরষরঃু (ফরংধনরষরঃু ধফলঁংঃবফ ষরভব ুবধৎং-উঅখণং) ধসড়হম ড়াবৎ ৬০ং রং ধঃঃৎরনঁঃবফ ঃড় হবঁৎড়ষড়মরপধষ ধহফ সবহঃধষ ফরংড়ৎফবৎং. এঞযবংব ফরংড়ৎফবৎং রহ ঃযব বষফবৎষু ঢ়ড়ঢ়ঁষধঃরড়হ ধপপড়ঁহঃ ভড়ৎ ১৭.৪% ড়ভ ুবধৎং ষরাবফ রিঃয উরংধনরষরঃু (খণউং). এঞযব সড়ংঃ পড়সসড়হ হবঁৎড়ঢ়ংুপযরধঃৎরপ ফরংড়ৎফবৎং রহ ঃযরং ধমব মৎড়ঁঢ় ধৎব ফবসবহঃরধ ধহফ ফবঢ়ৎবংংরড়হ. অহীরবঃু ফরংড়ৎফবৎং ধভভবপঃ ৩.৮% ড়ভ ঃযব বষফবৎষু ঢ়ড়ঢ়ঁষধঃরড়হ, ংঁনংঃধহপব ঁংব ঢ়ৎড়নষবসং ধভভবপঃ ধষসড়ংঃ ১% ধহফ ধৎড়ঁহফ ধ য়ঁধৎঃবৎ ড়ভ ফবধঃযং ভৎড়স

self-harm are among those aged 60 or above. Substance abuse problems among the elderly are often overlooked or misdiagnosed."

[(Reference-http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/en/ (Accessed date- 29-10-2015)]

প্রকৃতপক্ষে অপসংস্কৃতিক চর্চা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে সন্তানদের স্বার্থপরতার কারণে প্রতিনিয়ত তারা পিতা-মাতাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ব্র্যাক পরিচালিত "ফ্যামিলি ফর লাইফ" নামের একটি তথ্যচিত্রে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে বর্তমানে যৌথ পরিবারের সংখ্যা ২৮% একক পরিবারের সংখ্যা ৭২%। আর এভাবেই পারিবারিক কাঠামো ভেঙ্গে সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবনতি ঘটছে। যার প্রধান শিকার হচ্ছেন আমাদের সিনিয়র সিটিজেন তথা প্রবীণরা।

আমাদের সিনিয়র সিটিজেনেরা যখন এই দূর অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক তখনই মানব সভ্যতার ইতিহাসে আবির্ভাব হলো সর্বকালের সর্বযুগের সবচেয়ে ভয়ংকর ভাইরাস কোভিড-১৯। এই অদৃশ্য অনুজীব এর কারণে ঘটে গেল পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে মানবিক বিপর্যয়। এই অদৃশ্য অনুজীব আমাদের যেটুকু মূল্যবোধ, সহমর্মিতা এবং সামাজিক বা পারিবারিক সম্পর্ক অবশিষ্ট ছিল তা ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়েছে। স্বার্থপরের মত পিতামাতা,ভাইবোন, পাড়া-প্রতিবেশী ইত্যাদি সব সম্পর্ককে বাদ দিয়ে শুধু নিজে বাঁচার পথ খোঁজার চেষ্টা করেছি। কোভিড-১৯ আবার নতুন করে দেখিয়ে দিয়েছে আমরা কতটা নিষ্ঠুর, স্বার্থপর এবং আত্মকেন্দ্রিক হতে পারি। আর এ বিপর্যয়ে আবারও সবচেয়ে বেশী নিগ্রহের শিকার হয়েছে আমাদের সিনিয়র সিটিজেনেরাই। আক্রান্তের সংখ্যা এবং মৃত্যুহার ইত্যাদি সবক্ষেত্রে তাদের জীবনই ঝুঁকিপূর্ণ। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের প্রবীণরা সত্যিকার অর্থে বিপদাপন্ন। দারিদ্র্যের শিকার ও একাকিত্বে জর্জড়িত।

একটি জরিপে দেখা যায়, প্রবীণ নারীরা প্রবীণ পুরুষের চেয়ে বেশি একা থাকেন। নিসঙ্গতায় ভোগেন। তাছাড়া নারীরা পুরুষদের চেয়ে বেশি দিন বাঁচেন। কারণ আমাদের দেশে নারীদের কম বয়সে বিয়ে হয়। তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ আর এর শিকার হন প্রবীণরা, বিশেষ করে প্রবীণ মহিলারা। ষাটোর্ধ্ব প্রবীণের ৪৫ শতাংশ কোন না কোন শারীরিক সমস্যায় ভোগেন। ১০ থেকে ১১ শতাংশ কোন না কোন মানসিক সমস্যায় ভোগেন। এগুলো সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা নেই। ফলে প্রবীণদের আমরা ভুল বুঝি। [তথ্যসূত্র: গোলটেবিল বৈঠক ১৯ জুন, ২০১৯ প্রথম আলো]

ডা. এ বি এম আবদুল্লাহর মতে - প্রবীণদের সমস্যা বহুমাত্রিক। বার্ধক্যজনিত শারিরীক ও মানসিক পরিবর্তন ছাড়াও বৃদ্ধদের শরীরে নানাবিধ রোগব্যধি দানা বাঁধে। যেমন: উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ডায়বেটিস, শ্বাসকষ্ট, অস্টিওপরোসিস, অস্টিওআর্থ্রারাইটিস, রক্তনালী সরু হয়ে যাওয়া ইত্যাদি রোগে প্রবীণরা আক্রান্ত হয়। কেউ কেউ আবার আলঝেইমারস ডিজিজ বা ডিমেনসিয়া আক্রান্ত হন। ফলে স্মৃতিশক্তি কমে যায়, আবেগ-অনুভূতি, বিবেচনাশক্তি, চিন্তাক্ষমতা এবং কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে আচার আচরণে

অনেকটাই শিশুতে পরিণত হন। ডা এ বি এম আবদুল্লাহর মতে গ্রামের প্রবীণরা আর্থিকভাবে অসচ্ছল। ফলে পরনির্ভরশীলতার কারণে খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য সমস্যাটা গ্রাম পর্যায়ে অত্যন্ত জটিল। [উৎস: অক্টোবর ০১,২০১৬ তে প্রকাশিত আর্টিকেল-ডা এ বি এম আবদুল্লাহ, ডীন মেডিসিন অনুষদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়]

কাজেই এ মূহুর্তে বাংলাদেশ প্রবীণ বিষয়ক বেশকিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। আমরা কি এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পারিবারিক কিংবা সামাজিক কিংবা জাতীয় পর্যায়ে প্রস্তুত? আমরা কি আদৌ তাদের নিয়ে ভাবছি? দেশ, সমাজ এবং পরিবারের উপর তাই এটি এক বিশাল প্রশ্নবোধক চিহ্ন। আমাদের অত ভাবার সময় কোথায়? আমরাতো ইন্টারনেট, নেটফ্লিক্স, ফেসবুক, তথাকথিত আধুনিকতা, ধনী হবার প্রতিযোগিতা এবং ভোগবাদী বাজার অর্থনীতির হাতে বন্দী। ফলে প্রবীণদের শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা নিয়ে পরিবার এবং সমাজের উদ্বেগ কম পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া এই প্রবীনদের সেবায় দেশে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং জনবল গড়ে উঠেনি বিধায় নিম্নোক্ত চ্যালেঞ্জগুলো আমাদেরকে ভবিষ্যতে মোকাবিলা করতে হবে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

১. উপযোগী ও পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার তথা মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত;

২. সঠিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত;

৩. পরিবারের সাথে একত্রে বসবাসের সুযোগ থেকে বঞ্চিত;

৪. মানসিক শান্তি থেকে বঞ্চিত;

৫. পারিবারিকভাবে সহায়তা ও সম্মানের দিক থেকে অবহেলিত;

৬. পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত;

৭. সামাজিক মর্যাদা ও সামাজিক কাজে মতামত প্রদান থেকে বঞ্চিত;

৮. বয়সানুপাতে প্রবীণদের অনুপযোগী কাজ করা;

৯. প্রকৃত প্রবীণরা ভাতা থেকে বঞ্চিত;

১০. বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতার সঠিক বন্টন-এর অভাব;

১১. নারী নীতির মধ্যেও প্রবীণদের কথা নেই;

১২. বিনোদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত না করা;

১৩. যাতায়াত ব্যবস্থার সুযোগের অভাব;

১৪. অন্যের উপর নির্ভরশীলতা;

১৫. বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে নেতিবাচক মনোভাব;

উত্তরণের উপায়

প্রবীণ ব্যক্তি সমাজের দর্পণ সরূপ। তারা সকল কাজে অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানসমৃদ্ধ। তাদের জ্ঞান তরুণ সমাজের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে। আধুনিক কালে বৃদ্ধ পিতামাতাকে মর্যাদা না দেয়ার ফলে পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে ও যৌথ পরিবার প্রথা হুমকির মুখে পড়ছে। সুতরাং এসব সিনিয়র সিটিজেনদের প্রতি সম্মানসূচক ব্যবহারই পারে সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতে। গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে প্রতি বছর ১ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন করা হয়।

সামাজিক সুরক্ষা বা নিরাপত্তা হচ্ছে মানুষের মৌলিক মানবাধিকার, যা জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৪৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও ১৯৬৬ সালে নাগরিক ও রাজনৈতিক সনদ (আইসিইএসসিআর) ও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সনদ (আইসিইএসসিআর) গৃহীত হয়। বাংলাদেশের সংবিধান প্রবীণ বান্ধব। ১৯৭২ সালে সংবিধানের ধারা-১৫-ঘ-তে প্রবীণদের অধিকারের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। যাতে নাগরিক অধিকারের আলোকে প্রবীণদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও মৌলিক আবশ্যকতার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। [তথ্যসূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ ফেব্রুয়ারি: ২০২২ পৃ:৯]

বার্ধক্য দীর্ঘায়িত হওয়ায় প্রবীণদের স্বাস্থ্য, বেকারত্ব, আশ্রয়, ও পেনশন ব্যবস্থা নিয়ে উন্নত দেশগুলোও নতুন সংকটের মুখোমুখি। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৮২ সালে প্রথমবারের মতো প্রবীণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনার সুপারিশ ও কিছু মূলনীতি প্রণয়ন করে এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৯১ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ প্রবীণদের স্বাধীনতা, অংশগ্রহণ, সেবাযত্ন, আত্মনির্ভরশীলতা ও মর্যাদা বিষয়ে গাইডলাইন প্রদান করে। তাই সব বয়সীদের জন্য একটি সমাজ নির্মাণের প্রত্যয়ে প্রবীণবিষয়ক নীতিমালাসমূহকে পরিচালিত করার প্রথম বৈশ্বিক দলিল তৈরির ২০ বছর পর ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে স্পেনের মাদ্রিদে প্রবীণবিষয়ক দ্বিতীয় বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল-প্রবীণদের নিয়ে প্রতিশ্রুতি ঘোষণা এবং প্রতিটি সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কারা কীভাবে ও কতটুকু সেসব প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করছে তা মনিটর করার জন্য প্রবীণদের কার্যকরী অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা। তারই প্রেক্ষিতেবাংলাদেশে প্রবীণদের জন্য বয়স্কভাতা প্রবর্তন, জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, পিতামাতার ভরণপোষণ আইন প্রণীত হয়েছে।

আমাদের সরকার ও রাজনীতি প্রবীণবান্ধব। রাজনৈতিক ইশতেহারগুলোর দিকে লক্ষ করলেই তা বোঝা যায়। বর্তমান সরকারের ইশতেহারে ও প্রবীণদের জন্য নানা কার্যক্রমের উল্লেখ রয়েছে। ২০১৩ সালে পিতামাতার ভরণ পোষণ আইন ও প্রবীণদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রবীণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় (অক্টোবর ২৭, ২০১৩ সালের ৪৯নং আইন)। উক্ত আইনে সন্তানেরা (ছেলেমেয়ে উভয়ই) পিতামাতার ভরণ পোষণ না করলে তিন মাসের কারাদন্ড ও এক লক্ষ টাকার জরিমানা বিধান রয়েছে। কিন্তু দু:খের বিষয় হলো এই আইন বাস্তবায়ন নেই বললেই চলে। কারণ খুব সংখ্যক পিতামাতাই আছেন যাঁরা ভরণ পোষণের জন্য সন্তানের বিরুদ্ধে আদালতে যাবার কথা চিন্তা করেন। তবে মা বাবা অলিখিত স্বাক্ষরে ইনভিজিবল কোর্টে বিচ্ছেদের মামলা ঠুকে নিজেকে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়ে নেন। সন্তান হয়তো সেটা বুঝতেই পারেন না। কিন্তু শুধু আইন প্রণয়ন করে

সন্তানদের বাবা মায়ের প্রতি দায়িত্বশীল করা কি সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে শুধু আইন নয়, মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন সন্তান এবং ছাত্র-ছাত্রী তৈরির জন্য পরিবার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং সমাজকে দায়িত্ব নিতে হবে।

প্রতিটি ধর্মে সৃষ্টিকর্তার পরে পিতামাতাকে স্থান দেয়া হয়েছে। ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-"তোমার পিতা মাতা তোমার জীবদ্দশায় বার্ধ্যকে উপনীত হলে তাদের বিরক্তিসূচক দৃষ্টিতে দেখোনা। [সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত-২৩]। সনাতন ধর্মের হিন্দু পুরাণে বলা হয়েছে-"একশত আচার্যের চেয়ে একজন পিতার গৌরব বেশী এবং সহস্র পিতা অপেক্ষা মাতা সম্মানীয়া।" [মনুসংহিতা অধ্যায়-২ শ্লোক ১৪৫]। কিন্তু বর্তমানে ধর্ম বিমুখতা একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। মানব ধর্ম তো এখন বিলুপ্ত প্রায়। এদিক থেকে মুসলিম দেশগুলো কিছুটা ভালো অবস্থানে আছে। আমাদের নবী করিম (স:) বলেছেন-"একটি পরিবারের বৃদ্ধরা হলেন-উম্মতের মাঝে নবীর মত"। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ইরানসহ বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোতে বৃদ্ধদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করার ইসলামী বিধানটির শিকড় বেশ শক্ত। আমরা তাদের কাছ থেকেও শিক্ষা নিতে পারি।

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে, "সম্পর্ক রক্তের বাঁধনে তৈরী হয় না, অনুভূতির বাঁধনে তৈরি হয়। যেখানে অনুভূতির বাঁধন থাকে না সেখানে আপনও পর হয়ে যায়।" প্রকৃতপক্ষে আন্তঃপ্রজন্ম সর্ম্পকগুলো পরিবর্তনের ফলে এবং ভার্চুয়াল জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে সন্তানেরা এখন অনুভূতিহীন হয়ে যাচ্ছে। আর এই আন্তঃপ্রজন্ম সর্ম্পক তৈরির জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা অর্ন্তভুক্ত করা উচিৎ।

আমাদের এতিমদের জন্য এতিমখানা আছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন রয়েছে। কিন্তু প্রবীণদের জন্য প্রবীণ-ফাউন্ডেশন নেই এবং বৃদ্ধাশ্রম কখনো বাংলদেশে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। বৃদ্ধাশ্রম শব্দটির সাথে কেমন দীর্ঘশ্বাস জড়িয়ে আছে, তাই বৃদ্ধাশ্রম না বলে প্রবীণনিবাস বলাই শ্রেয়। আইন ও সালিসের মাধ্যমে অতীতে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কাজ করে শিশু ও প্রতিবন্ধীদের আইনি সুরক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করেছে। প্রবীণদের ক্ষেত্রে দাতা-সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় সহায়তা সেভাবে বিকশিত হয়নি। সে জন্য প্রবীণদের সঙ্গে সামাজিক ও পারিবারিক যেসব বিরূপ আচরণ হচ্ছে, সেগুলো অচিহ্নিত রয়ে যাচ্ছে।

প্রবীণদের নিয়ে শুধু প্রবীণেরা নন, তরুণদেরও কাজ করতে হবে। সম্মানের সঙ্গে প্রবীণদের দেখাশুনা করতে হবে এবং নিজের সফল বার্ধ্যর্কের প্রস্তুতি নিতে হবে। জনসংখ্যাবিদ অধ্যাপক নুর-উন-নবীর মতে, "প্রবীণদের আনুষ্ঠানিক সেবার প্রয়োজনীয়তা ভবিষ্যতে আরো বাড়বে। বিশেষ করে কয়েক দশক পরেই একজন কর্মক্ষম মানুষের ওপর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর যে চাপ পড়বে, তা সামাল দেয়া অনেকের জন্যই বেশ কঠিন হবে। তিনি বলেন, "এই অবস্থা যদি স্থবির থাকে, তাহলে একটা সময় একজন কর্মক্ষম মানুষকে তিনটি প্রজন্মের দায়িত্ব নিতে হবে-তার নিজের, তার আগের (মা-বাবা) এবং তারও আগের (দাদা-দাদী)। তিনটা প্রজন্মের দায়িত্ব নেয়ার মত অর্থনৈতিক অবস্থাতো সবার থাকবে না"।

আবার অনেক সন্তান আছেন যারা সত্যিকার অর্থে পিতামাতাকে ভলোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন । কিন্তু তারাও নানা সমস্যার কারণে আন্তরিকতা থাকা সত্তেও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করতে পারছেন না। বাংলাদেশে সম্প্রতি এক বৃদ্ধা নারীকে তাঁর গৃহপরিচারিকার দ্বারা অমানবিক মারধর ও লুটপাটের ঘটনা ভিডিওতে দেখার পর অনেক

সন্তান তাদের বাড়িতে থাকা পিতামাতাকে নিয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে চাকুরীজীবি ছেলেমেয়েদের গৃহপরিচারিকার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না। সেই সঙ্গে বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে সমাজে প্রচলিত নেতিবাচক ধারণার কারণে প্রবীণদের নিরাপত্তা ক্রমশ ঝুঁকির মুখে পড়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উন্নত বিশ্বগুলো প্রবীণদের জন্য যে নতুন নতুন সেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, বাংলাদেশে সে সুযোগ সুবিধা গড়ে উঠেনি। পূর্বে সেবাদাতা বা কেয়ারগিভার ছিলেন মেয়েরা, বর্তমানে তাঁদের কাজের সুযোগ বাড়ার ফলে মেয়েদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না ।

ইডেন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য্যের মতে বৃদ্ধাশ্রমগুলো যদি ডে-কেয়ার সেন্টারের মতো হয়, সকাল সন্ধ্যা রাখার ব্যবস্থা থাকে তাহলে এই সিনিয়র সিটিজেনরা নিরাপদে থাকবেন এবং তাঁদের সন্তানেরাও নিশ্চিন্তে থাকবেন। কারণ সেখানে চিকিৎসক থাকবে, নার্স থাকবে এবং নিজেদের বয়সী লোকজনের সাথে তাঁদের ভলো সময় কাটবে। আবার বাড়ি ফিরে পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগও পাবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক তানিয়া রহমানও বিবিসি বাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে একই মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, সবার পক্ষে সেবাদানকারী রাখা সম্ভব না। তাই বৃদ্ধাশ্রমকে এতো নেতিবাচকভাবে না দেখে বরং প্রবীণদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার এবং বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে সব শ্রেণী এবং পেশার প্রবীণদের কথা চিন্তা করে হাসপাতালের মতো সরকারি - বেসরকারি বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তোলা যেতে পারে। যাদের সামর্থ্য আছে তাঁদের বেসরকারি বৃদ্ধাশ্রমের এবং যারা দরিদ্র তাঁদের জন্য সরকারি বৃদ্ধাশ্রমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। [তথ্যসূত্র: বিবিসি বাংলা, ২১ জানুয়ারি, ২০২১]

ঢাকার প্রবীণ হাসপাতালে চিকিৎসক মহসীন কবীর সম্প্রতি তরুণদের জন্য "প্রবীণবন্ধু" নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন। তাঁর মতে প্রবীণদের জন্য সামাজিক আন্দোলনে তরুণদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। প্রবীণদের সমস্যা যখন প্রকট হবে তার ভুক্তভোগী হবে কিন্তু বর্তমান তরুণ প্রজন্ম। ডাক্তার কবির বলেন "প্রবীণদের জন্য আমরা যে ফ্যাসিলিটিজ তৈরি করে যাব পরে সেটা আমরাই ভোগ করবো"।

বয়স্ক মানুষের জন্য আছে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে গড়ে উঠা হাতেগোণা কিছু প্রবীণ নিবাস। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৬টি প্রবীণ নিবাস রযেছে। এ প্রবীণ নিবাসগুলোতে মাত্র ৫০জন করে প্রবীণ রয়েছেন। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রবীণদের সেবায় সবচেয়ে পুরনো সংগঠন ঢাকার আগারগাঁওয়ে প্রবীণ হিতৈষী সংঘে রয়েছে একটি প্রবীণ নিবাস। প্রবীণ হিতৈষী সংঘের মহাসচিব এ এস এম আতিকুর রহমান বিবিসি বাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে দেশে প্রবীণ নিবাস বা বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা খুব কম। তাছাড়া বাংলাদেশে বর্তমানে প্রবীণদের জন্য সরকারিভাবে বিশেষায়িত হাসপাতাল রয়েছে মাত্র একটি। যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। [তথ্যসূত্র: বিবিসি বাংলা, ২৭ এপ্রিল, ২০১৭]

তৃণমূল পর্যায়ের ষাটোর্ধ্ব বয়সের প্রবীণদের জন্য বয়স্কভাতা ছাড়া অন্য কোনো ভাতা ছিল না বললেই চলে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৮ সালে বয়স্কভাতা প্রচলন করেন। বর্তমানে প্রায় ৪৪ লাখ প্রবীণ বয়স্কভাতা পান।

বাংলাদেশে বয়স্কদের জন্য বিদ্যমান স্কিমগুলোর মধ্যে রয়েছে ৭.৬ শতাংশ সরকারি অবসর পেনশন, ৩৯.৯ শতাংশ বয়স্কভাতা, ১০ শতাংশ বেসরকারি চাকরিজীবি-যারা একধরনের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পেয়ে থাকেন। উল্লেখ্য যে, ৬৫ বছরের উর্ধ্বে ৪০ শতাংশ মানুষ কোনো প্রকার পেনশনের আওতায় নেই। (সূত্রঃ ইউনিভার্সেল পেনশন স্কিম, সিপিডি, নভেম্বর-২০১৯)। এ থেকে প্রতীয়মান হয় ভাতা ও পেনশন স্কিমে খুব বেশিসংখ্যক প্রবীণরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'সর্বজনীন সামাজিক পেনশন' স্কিম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা বিল ২০২২ আইন সভায় অনুমোদনের জন্য জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। এই স্কিমটি বাস্তবায়িত হলে ষাটোর্ধ্ব বয়সের প্রবীণদের জন্য এটাই হবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অর্থনৈতিক সুরক্ষা সহায়তা। [সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর, আগস্ট৩০, ২০২২]

তবে সার্বিক আলোচনায় এবং বিশেষজ্ঞদের মতামতে এটাও স্পষ্ট যে এ অবস্থার মোকাবেলা করা সম্ভব। আর এজন্যে সচেতনতা তৈরি, সামাজিক এবং পারিবারিক মূল্যবোধ, বিনিয়োগ ও পেশাদারিত্ব-কোন ক্ষেত্রেই ছাড় দেয়ার কোন সুযোগ নেই। ফলে এই অবস্থা থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটাতে হলে প্রবীণদের সুরক্ষার জন্য সামগ্রিক ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করার পাশাপাশি আমাদের প্রধান প্রধান যে কাজগুলো করতে হবে তা হলো:

সুপারিশমালা

১. পিতামাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩ এবং জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ এর দ্রুত বাস্তবায়ন জরুরি।

২. বাসস্থানের পরিকল্পনা অনুমোদনের ক্ষেত্রে মা-বাবার থাকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ। এজন্য পুরষ্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে বসবাস করলে সন্তানদের ট্যাক্স কমিয়ে দেয়া যেতে পারে।

৩. শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক, ধর্মীয় এবং মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ তৈরির উপর জোর দেয়া উচিৎ।

৪. প্রবীণ ফাউন্ডেশন গঠন করা উচিৎ।

৫. প্রবীণদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা দরকার।

৬. হাসপাতাল, বিমানবন্দর ও স্বাস্থ্যসেবায় প্রবীণদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়া দরকার।

৭. অর্থনৈতিক মুক্তি ও তথ্যের মাধ্যমে প্রবীণদের ক্ষমতায়ন প্রয়োজন।

৮. প্রবীণদের ২৪ ঘন্টা থাকা-খাওয়ার নিশ্চয়তা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, সমবয়সী বন্ধুবান্ধবের সাহচর্য ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করা জরুরি।

৯. বৃদ্ধাশ্রমকে ঘিরে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

১০. প্রবীণ নারীদের উত্তরাধিকার থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি ও দেনমোহরের টাকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

১১. যানবাহনে নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষিত করা এবং ভাড়ার হার কমানো যেতে পারে, সম্প্রতি ভারতের দিল্লিতে প্রবীণদের বাসভাড়া মওকুফ করে দেওয়া হয়েছে।

১২. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সামাজিক সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু হওয়া প্রয়োজন।

১৩. সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন খুব প্রয়োজন। আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে সমাজকে বের করে নিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১৪. বৃদ্ধ বয়সে সেবা দেয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাদানকারী তৈরি করতে হবে।

১৫. প্রবীণদের জন্য প্যালিয়েটিভ কেয়ারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।

১৬. প্রবীণদের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্যবীমার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আমরা স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করেছি। ১৯৭১ থেকে ২০২২ সময়ে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। সেই সঙ্গে মধ্যম আয়ের দেশে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। আজকে যারা নবীন তারা আগামী দিনের প্রবীণ। তাছাড়া জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সবাই এখন প্রবীণ। কাজেই বাংলাদেশ সিনিয়র সিটিজেনদের নিয়ে বর্তমানে যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তার মোকাবেলা না করতে পারলে ভবিষ্যতে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য যে কঠিন সময় অপেক্ষা করছে, তা বেশ নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। সুতরাং আমাদের সন্তানদের উচিৎ নেটফ্লিক্স, ইউটিউব, ফেইসবুক প্রাধান্য না দিয়ে বৃদ্ধ পিতামাতাকে কিছু সময় দেয়া। তাহলে হয়ত মানবতার জয় হবে। আমরা প্রত্যাশা করি আমাদের নতুন এবং অনাগত প্রজন্ম সুস্থ, সুন্দর, পরিশীলিত মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠুক এবং বিশ্বের সকল সিনিয়র সিটিজেন মমতায়, শ্রদ্ধায় এবং সম্মানে অভিষিক্ত হোক।আমাদের প্রবীণদের জীবন যেন সত্যিকার অর্থেই হয় আনন্দের, শান্তিময় এবং মধুর স্মৃতিময়। পৃথিবীর সমস্ত মা-বাবা যেন মা-বাবা হয়েই বাঁচেন, বোঝা হয়ে নন।

তথ্যসূত্র

1. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/en/(Accessed date- 29-10-2015)

2. Wikipedia,https://en.wikipedia.org/wiki/Old_age Accessed Date-01.02.2016

3. www.thetimes.com

৪. দৈনিক যুগান্তর, ১লা অক্টোবর ২০২২ পৃ: ৫

৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ ফেব্রুয়ারি: ২০২২ পৃ: ৯

৬. দৈনিক যুগান্তর, আগস্ট ৩০, ২০২২]

৭. বাংলাদেশ প্রতিদিন, অক্টোবর ১, ২০২২]

৮. ক্রোড়পত্র প্রবীণ হিতৈষী সংঘ, অক্টোবর ১,২০২১

৯. বিবিসি বাংলা ২১ জানুয়ারি,২০২১

১০. প্রথম আলো-জুন, ১৯, ২০১৯ এবং মাসিক ডিটেকটিভ

১১. প্রথম আলোর আয়োজনে ও হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের সহযোগিতায় বাংলাদেশে প্রবীণ অধিকার সুরক্ষা চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক, তারিখ: ১৯ জুন ২০১৯,

১২. ইউনিভার্সেল পেনশন স্কিম, সিপিডি, নভেম্বর-২০১৯

১৩. বিবিসি বাংলা, এপ্রিল-২০১৭

১৪. অক্টোবর ০১, ২০১৬ তে প্রকাশিত আর্টিকেল-ডা এ বি এম আবদুল্লাহ, ডীন মেডিসিন অনুষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১৫. এ.এস.এম আতিকুর রহমান,"বাংলাদেশে বার্ধক্যের বিভিন্ন দিক" প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা, অক্টোবর ২০০১

১৬. বাংলা নিউজ ডট কম

১৭. ইত্যাদি, বাংলাদেশ টেলিভিশন